



2431 - আমরা কভিবে আমাদরে অন্তরে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামরে ভালবাসা বাড়াতে পারি?

প্রশ্ন

কভিবে একজন মুসলমি তার অন্তরে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামরে ভালবাসা দুনিয়ার অন্য সবকিছু থেকে বেশি বাড়াতে পারে?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ভালবাসার তীব্রতা ব্যক্তির ঈমানরে ওপর নির্ভর করে। ব্যক্তির ঈমান বৃদ্ধি পলে তাঁর প্রতি ভালবাসাও বড়ে যায়। কারণ তাঁর প্রতি ভালবাসা হচ্ছে- নকেকাজ ও আল্লাহর নকৈট্য। ইসলামী শরিয়তে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ভালবাসা ফরয।

আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন, “তোমাদরে কউে ততক্ষণ পর্যন্ত ঈমানদার হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত না আমি তার কাছে তার পতি, সন্তান ও সমস্ত মানুষরে চয়ে বেশি প্রিয় হই।” [সহি বুখারী (১৫) ও সহি মুসলমি (৪৪)]

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামরে ভালবাসা নমিনোকত বিষয়গুলো জানার মাধ্যমে অর্জিত হতে পারে:

এক: তিনি আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত। সমস্ত মানুষরে কাছে আল্লাহর দ্বীন বা ধর্ম পৌঁছে দেয়ার জন্য বিশ্ববাসীর মধ্য থেকে আল্লাহ তাঁকে মনোনীত করেছেন। আল্লাহ তাআলা তাঁকে ভালবাসনে বধিয় ও তাঁর প্রতি রাজি থাকায় তাঁকে নির্বাচিত করেছেন। যদি আল্লাহ তাআলা তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট না হতনে তাহলে তাঁকে মনোনীত করতনে না। আমাদরে কর্তব্য হচ্ছে, আল্লাহ যাকে ভালবাসনে তাঁকে ভালবাসা এবং আল্লাহ যার প্রতি সন্তুষ্ট তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হওয়া এবং জানা উচিত, তিনি হচ্ছেনে আল্লাহ তাআলার ‘খললি’। কউে ভালবাসার সর্বোচ্চ স্তরে পৌঁছলে বলা হয় খললি।

জুনদুব (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মারা যাওয়ার পাঁচদিন পূর্বে আমি তাঁকে বলতে শুনছি, তিনি বলেন: “নিশ্চয় তোমাদরে মধ্যে আমার কোন খললি থাকা থেকে আমি আল্লাহর কাছে নিজরে অবমুক্ততা ঘোষণা করছি। কারণ আল্লাহ তাআলাই আমাকে খললি হিসেবে গ্রহণ করেছেন। যদি আমি আমার উম্মতরে মধ্যে কাউকে খললি



হসিবে গ্ৰহণ করতাম তাহলে আবু বকরকে গ্ৰহণ করতাম।”[সহিহ মুসলিমি (৫৩২)]

দুই: আল্লাহ তাআলা তাঁকে যে মর্যাদায় ভূষিত করছেন আমাদেরকে তাঁর সৈ মর্যাদা জানা এবং আরও জানা যে, তিনি হচ্ছনে— শ্ৰেষ্ট মানুস।

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন: “কিয়ামতের দিন আমি হব বনী আদমের নত। আমার কবর প্রথম উন্মুক্ত করা হবে, আমি হব প্রথম সুপারশিকারী ব্যক্তি এবং প্রথম যার সুপারশি গৃহীত হবে”[সহিহ মুসলিমি (২২৭৮)]

তিনি: আমাদেরকে আরও জানতে হবে যে, আমাদের কাছে দ্বীন পট্টোঁছানোর জন্য তিনি নানা কষ্ট-ক্লেশে সহ্য করছেন। যার ফলে দ্বীন আমাদের কাছে পট্টোঁছে। আলহামদুলিল্লাহ। আমাদের আরও জানা কর্তব্য যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নরিয়্যাততি হয়ছেন, তাঁকে পট্টোনো হয়ছে, গালমন্দ করা হয়ছে, গালদিয়ো হয়ছে, কাছরে লোকজনও তাঁর থেকে দূরে সরে গছেন, তাঁকে পাগল, মথিযাবাদী, যাদুকর ইত্যাদি অভিধা দয়ো হয়ছে। তিনি কাফরেরে সাথে লড়াই করছেন; যাতে করে দ্বীন রক্ষা পায় এবং আমাদের কাছে দ্বীন পট্টোঁছে। কাফরেরো তাঁর বিরুদ্ধে লড়াই করছে এবং তাঁকে নিজ পরিবার, সম্পদ ও দেশে থেকে বের করে দয়ো হয়ছে। তাঁর বিরুদ্ধে সামরিক জোট তরী করা হয়ছে।

চার: তাঁকে তীব্র ভালোবাসার ক্ষত্রে তাঁর সাহায্যে করোমের অনুকরণ করা। সাহায্যে করোম তাঁকে নিজ সম্পদ ও সন্তানরে চয়ে; বরং নিজদেরে জীবনরে চয়েও বেশি ভালোবাসতনে। আসুন এ রকম কিছু নমুনা জানি:

আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: “একবার আমি দেখেছি নাপতি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামেরে চুল ফলেছে; আর সাহাবীরা তাঁর চারপাশে ঘুরে বড়োচ্ছ; যনে একটা চুল পড়লেও সটো কারো একজনরে হাতে পড়ে।”[সহিহ মুসলিমি (২৩২৫)]

আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: “ওহুদ যুদ্ধরে এক পর্যায়ে সাহায্যে করোম নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বচ্ছিনি হয় পড়েছিলনে। তখন আবু তালহা (রাঃ) ঢাল হাতে নিয়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সন্মুখে প্রাচীররে ন্যায় অটল হয়ে দাঁড়ালনে। আবু তালহা (রাঃ) সুদক্ষ তীরন্দাজ ছিলনে। অনবরত তীর ছুড়তে থাকায় তাঁর হাতে দুই বা তিনটি ধনুক ভঙেগে যায়। সৈ সময় তীর ভর্তি শরাধার নিয়ে যে কেউে তাঁর নকিট দিয়ে যতো নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকেই বলতনে, তোমার তীরগুলো বের করে আবু তালহাকে দাও। এক সময় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মাথা উঁচু করে শত্রুদেরে অবস্থা অবলোকন করতে চাইলে আবু তালহা (রাঃ) বললনে, হৈ আল্লাহর নবী! আমার মাতা-পতি আপনার জন্য উৎসর্গ হোক। আপনি মাথা উঁচু করবনে না। মাথা উঁচু করলে শত্রুদেরে নকিষপিত তীর এসে আপনার গায়ে লাগতে পারে। আমার বক্ষ যনে (ঢাল স্বরূপ) আপনার বক্ষরে সামনে থাকে।...”[সহিহ বুখারী (৩৬০০) ও সহিহ মুসলিমি (১৮১১)]



পাঁচ: তাঁর সুন্নতরে অনুসরণ করা; সটো তাঁর কথা হোক কথিবা কাজ। রাসূলরে সুন্নত যনে হয় আপনার জীবনাদর্শ। সারা জীবন তাঁর সুন্নত অনুসারে চলবনে। তাঁর কথাকে সকল কথার উপর প্রাধান্য দবিনে, তাঁর নর্দিশেকে সকল নর্দিশেরে উপর প্রাধান্য দবিনে। এছাড়া আপনি তাঁর সাহাবায়ে করোম য়ে আকদি পোষণ করত সয়ে আকদি পোষণ করবনে, এরপর তাবয়েগিণ য়ে আকদি পোষণ করত সয়ে আকদি পোষণ করবনে, তাঁদরে পর আজ অবধি যারা তাঁদরেকে যথাযথভাবে অনুসরণ করছেন তথা আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামাত; তাদরে আকদি পোষণ করবনে। বদিআতরে অনুসরণ করবনে না; বশিষেত রাফযেদিরে অনুসরণ করবনে না। কারণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামরে ব্যাপারে রাফযেরি কঠোর হৃদয়েরে অধিকারী। রাফযেরি তাদরে ইমামগণকে তাঁর উপরে প্রাধান্য দয়ে এবং ইমামদেরকে তাঁর চয়ে বশে ভলবোসে।

আমরা আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করছি তিনি যনে আমাদেরকে তাঁর রাসূলরে ভলবোসা দান করনে, আমাদের কাছে তাঁকে সন্তানসন্ততি, পতিমাতা, পরবার-পরজিন ও নর্জিদেরে জানরে চয়ে বশে প্রয়ি করে দনে।

আল্লাহই ভল জাননে।